BRAC UNIVERSITY

BRAC UNIVERSITY

Paper Clipping

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর ২০০৮

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অধ্যাদেশ অনুমোদন

# বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ও দূরশিক্ষণ চালুর সুযোগ রইল

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

দীর্ঘ প্রায় সাত বছরের টানাপোড়েন শেষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের অনেকটা ছাড় দিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে। ওই অধ্যাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা (আউটার) ক্যাম্পাস এবং দূরশিক্ষণ পদ্ধতি চালুর সুযোগ রাখা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা কলুষিত করার জন্য মূলত দায়ী এ দুটি বিষয়কে গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করে আসছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

গতকাল সোমবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বহুল আলোচিত ওই অধ্যাদেশ অনুমোদিত হয়। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ।

অনুমোদিত অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাসংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি লাগবে না। তবে সরকারের অনুমতি ছাড়া এ দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শাখা চালু বা স্থাপন করা যাবে না। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের যোগ্যতা ও ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের বাইরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, কয়েকটি মধ্যম ও নিম্নমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকের চাপের মুখে অধ্যাদেশটি বারবার ঝুলে যায়। সরকার শেষ পর্যন্ত নতুন অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করলেও এর মাধ্যমে প্রতারণা ও নিম্নমানের সনদ দেওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খুব একটা ক্ষতি হবে না বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। কারণ অনুমতি ছাড়া আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতারণা ও সনদ বিক্রি করে যাচ্ছে একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। সেখানে অধ্যাদেশে কিছু সুযোগ থাকলে এর অপব্যবহার আরও বেড়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম গত শনিবার *প্রথম আলোকে* বলেছেন, অধ্যাদেশে থাকলেও প্রতিটি বিষয়ে আগে বিধি তৈরি হবে এবং ওই বিধির আলোকে দূরশিক্ষণ ও শাখা ক্যাম্পাস চালু করা যাবে।

উপদেষ্টা পরিষদের গতকালের বৈঠকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ আইন, ১৯৮০-এর কতিপয় ধারা সংস্কার ও নতুন ধারা সংযোজন ও সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে। আরও অনুমোদন হয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল অধ্যাদেশ, ২০০৮।

বৈঠকে ন্যায়পাল (সংশোধন) অধ্যাদেশের খসড়া প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ উপস্থাপন করা হলেও পরিষদ অধ্যাদেশটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে পুনরায় উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে।

বৈঠকে বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা-২০০৮ অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নীতিমালায় বেসরকারি উদ্যোগে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে পুরোনো ও অদক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্রের পুনর্বাসন এবং দেশি বিনিয়োগকারীদের শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার প্রদান করে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব ও সংশ্লিষ্ট সচিবেরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।